কমপিউটার জগতের খবর

ডেস্কটপ বাজার দখলে ACE এগিয়ে আসছে
(আমেরিকা প্রতিনিধি)

ডিজিটাল ইকুয়িপমেন্ট কর্পোরেশন, কম্প্যাক, মাইক্রোসফট, মিপ্‌স্‌, এসসিও ও অন্যান্য নামকরা কোম্পানী মিলে গত এপ্রিলে এডভান্সড কমপিউটিং এনভায়রনমেন্ট (এসিই) নামে যে কনসোর্টিয়াম গঠন করে তার সদস্য সংখ্যা এখন প্রায় ২০০। এসিই এখন মিপ্‌সের R3000, R4000 এবং ইনটেলের 80X86 পরিবার এবং দুটি অপারেটিং সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে একটি ''স্ট্যাণ্ডার্ড'' প্ল্যাটফর্ম চালু করার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সান মাইক্রোসিস্টেমের RISC SPARC Station-এর অগ্রযাত্রাকে থামানোর জন্য এই প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। ইনটেল প্রসেসরকেও গ্রহণ করার ফলে সারা বিশ্বে সপ্তাহে যে ১০০ কোটি ডলারে ডেস্কটপ ব্যবসা হয় তার দিকেও এসিই দৃষ্টি দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এতে অপারেটিং সিস্টেম থাকবে OS/ 2 এবং এসসিও-র তৈরি OSF-1 এর অনুরূপ।

সিলিকন গ্রাফিক্স এসিই মানের একটি ওয়ার্কস্টেশন বাজারে ছেড়েছে। ডিজিটাল এবং কমপ্যাকও তা অনুসরণ করছে। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন এসিই শীঘ্রই ডেস্কটপ এবং ওয়ার্কস্টেশনের ব্যবসার ধারা বদলে ফেলতে সক্ষম হবে। কমপিউটার রাজ্যের বেশির ভাগ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানই এই জোটের সাথে আছে। তাই এসিই হয়তো প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে যা এ শিল্পে বাস্তবে 'স্টাণ্ডার্ড' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ⁜

৫০০০ ডলারে ওয়ার্ক স্টেশন

দাম কমানোর প্রতিযোগিতা এখন তুঙ্গে
(আমেরিকা প্রতিনিধি)

সান মাইক্রোসিস্টেমের আধিপত্যকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বেশ কিছু প্রস্তুতকারক ১০,০০০ ডলারেরও কম মূল্যে নতুন নতুন মডেলের ওয়ার্ক স্টেশন বাজারে ছাড়ছে। এইচ পি এবং আরও কয়েকটি কোম্পানী এটি ৫০০০ ডলারেও বিক্রী করবে বলে জানিয়েছে।

এদিকে ডিজিটাল ইকুয়িপমেন্ট কর্পোরেশন ৫০০০ ডলারেরও কম দামের ওয়ার্কস্টেশন ছাড়ছে। আগামী গ্রীষ্মকালের মধ্যে এসিই কনসোর্টিয়ামের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পিসির মতই ওয়ার্ক স্টেশন বিক্রি শুরু করবে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য সান আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই মাত্র চার হাজার ডলারে রঙিন মেশিন বিক্রি শুরু করবে। বিশ্লেষকদের মতে পিসির তুলনায় অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন এবং কার্যকর মেইন ফ্রেম বা মিনির তুলনায় এক ভগ্নাংশ মূল্যে কাজ করতে পারে বলে এ বছর ওয়ার্ক স্টেশন বিক্রি ২৭% বাড়বে। বর্তমানে এর বাজার ১১৩০ কোটি ডলারে। ⁜

এপসনের নতুন পণ্য

সিঙ্গাপুরের এপসন কম মূল্যের দু'টি নতুন সিরিজের নেটওয়ার্ক কমপিউটার ছেড়েছে। EISA নেটওয়ার্ক সার্ভার নামে একটি সিরিজে আছে ২৫ মেগাহার্টজের 80486DX ইনটেল মাইক্রোপ্রসেসর এবং 80387 কো-প্রসেসরের সাথে একটি ৩২ বিট প্রসেসর এবং ৮ কিলোবাইট আভ্যন্তরীণ ক্যাশ মেমরী। EISA 486 / 25T টাওয়ার এবং EISA / 250 ডেস্কটপ নামের এই মডেলগুলিতে OS/ 2 এবং ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে বহু ব্যবহারকারী স্প্রেডশীট এবং বৃহৎ ডাটাবেজে ব্যবহার করা যায়।

পিসির EL plus সিরিজে আছে ৩টি ডেস্কটপ মডেল EL 2 plus, EL 3.5 plus, EL 4s plus যাতে যথাক্রমে 80286, 386SX, এবং 486SX প্রসেসর রয়েছে।

এদিকে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কোম্পানীটি প্যাটেন্ট করা MIM একটিভ ম্যাট্রিক্স রঙিন এলসিডি নোটবুক ছাড়তে যাচ্ছে। NB-SL/ 25c নামের এই নোটবুকটি ব্যাটারিতে চলবে এবং ডেস্কটপ কমপিউটারের ভিজিএ মনিটরের মতই রঙিন ডিসপ্লে থাকবে। ⁜

এপসন-এর নোটবুক SL/25C

ভারতের সফটওয়্যার শিল্পে জনশক্তির সংকট ?
(ভারত প্রতিনিধি)

দক্ষ জনশক্তির সংখ্যায় ভারতের স্থান পৃথিবীতে তৃতীয়। সেখানে প্রতি বছর কমপিউটারের বিভিন্ন শাখায় ১০,০০০ গ্রাজুয়েট এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করছে। এর পরও ভারতের সফটওয়্যার কোম্পানীগুলোতে দক্ষ লোকের প্রকট অভাব দেখা দিবে বলে জানা গেছে।

১৯৯০-৯১ সালে সফটওয়্যার রপ্তানী ৩৪% বেড়েছে। এ বছর তা আরও বেশী বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আর তাই এ বছরই দক্ষ জনশক্তির অভাব পড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

NASSCOM-এর সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় এ সম্পর্কে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তাদের মতে ভারতে ১৯৯৫ সালের মধ্যে কমপক্ষে ২,৫০,০০০ সফটওয়্যার পেশাজীবি দরকার পড়বে। আরও প্রয়োজন হবে ৭,৫০,০০০সার্বক্ষণিক অপারেটর এবং ১৮,০০,০০০ পার্টটাইম অপারেটর। এর বাইরেও তথ্যপ্রযুক্তি রপ্তানীর যে ৩৫০০ কোটি রুপী লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তার জন্য লাগবে ১,৮০,০০০ পেশাজীবি। ⁜

আইবিএম-এ্যাপলের মাল্টিমিডিয়া

আইবিএম এবং এ্যাপল কমপিউটার ইনক একটি দ্বিতীয় জোট গঠন করতে যাচ্ছে যা হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং মাল্টিমিডিয়া সার্ভিস উদ্ভাবন করবে। পিঙ্ক অপারেটিং সিস্টেম এবং RISC ওয়ার্কস্টেশন তৈরীর যে যৌথ চুক্তি হয়েছে এটা তার অতিরিক্ত। এর ফলাফল আরও দ্রুত পাওয়া যাবে।

এই চুক্তির ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বাজারে আসছে পামটপ কমপিউটার। যার সাথে থাকছে সিডি রম ড্রাইভ। এটির নামকরণ করা হয়েছে "Sweet pea" মডেমের সাহায্যে যে কোন কমপিউটার থেকে এটার সাহায্যে ডাটা আদান-প্রদান করা যাবে। এতে টেক্সট এবং গ্রাফিক্স ব্যবহার করা যাবে। ধ্বনি এবং চলন্ত দৃশ্যের ক্ষমতা এতে পরে যোগ করা হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে মাইক্রোসফটের উইণ্ডোজের মাল্টিমিডিয়ার সাথে প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে তারা 'Media Script' নামের পণ্য তৈরির চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

নেটওয়্যার ১০০০ বাজারে আসছে

নেটওয়্যার ৩.১১'র একটি পরিবর্ধিত ভার্শন নেটওয়্যার ১০০০ নাম নিয়ে বাজারে আসছে। একটি মাত্র সার্ভারে এক হাজার ব্যবহারকারীকে এটা এক সাথে সাপোর্ট করতে পারবে। নভেল কোম্পানী এটার প্রিরিলিজ ভার্শন বড় বড় প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য দিয়েছে। উল্লেখ্য যে নেটওয়্যার ৩.১১ সর্বোচ্চ ২৫০ জন ব্যবহারকারীকে সাপোর্ট করতে পারে।

এসার -এর Anyware 386S

এসার Anyware 386S নামে ২০ মেগাহার্টেজ ইন্টেল 386 মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক একটি নোটবুক বাজারে ছেড়েছে। এটিতে ৮,৫ ইঞ্চি Triple Supertwisted Neumatic (TSTN) ভিজিএ স্ক্রীণ থাকার জন্য এর সামনে বসে অনবরত কাজ করতে সুবিধা হয়। ১০১ বা ১০২ কী বোর্ডের সব ফাংশনযুক্ত ৮৬/৮৭ কী'র বোর্ড রয়েছে এতে। এতে ছয়টি এক্সপানশন স্লট রয়েছে যাতে ফ্যাক্স, ডাটা মডেম বা ভিজিএ মনিটর যুক্ত করা যায়। এর স্ট্যাণ্ডার্ড ২ মেগাবাইট র‍্যামকে ৪ মেগাবাইট পর্যন্ত বাড়ানো যায়। হার্ডডিস্ক ধারণ ক্ষমতা ৬০ মেগাবাইট। ※

সফটওয়্যার চুরি রোধে--

অবৈধভাবে সফটওয়্যার ব্যবহার করার জন্য ৩টি কোরীয় কোম্পানীকে ৬৭০ ডলার থেকে ২,৬৮০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা করা হয়েছে। কোম্পানীগুলোর মধ্যে রয়েছে ডেলিম মটর সাইকেল কোম্পানী যা একটি পিসিতে ১৯৮৮ ভার্শনের ডিবেজ থ্রি প্লাস ব্যবহার করছিল। প্যাসিফিস ফ্যাসন কোম্পানী ৪টি পিসিতে ব্যবহার করছিল ডিবেজ থ্রি প্লাস, লোটাস ১-২-৩ এবং এম এস উইনডোজ। আর ডায়ইয়াং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোম্পানী ব্যবহার করছিল লোটাস ১-২-৩ এবং মাইক্রোসফটের এক্সেল এবং উইণ্ডোজ। ※

AMD'র একটি চিপে প্রিণ্টার

কোন রকম বাড়তি খরচ ছাড়াই এডভান্সড মাইক্রো ডিভাইসেস ইন্‌ক'এর 'একটি চিপে প্রিণ্টার' সাধারণ ব্যবহারের লেসার প্রিন্টারের পারফরমেন্স দ্বিগুণ করতে পারবে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এ এমডি'র এই 29200 RISC চিপ দিয়ে তৈরি প্রিণ্টার ১০০০ ডলারে বাজারে পাওয়া যাবে। এটি প্রতি মিনিটে ১২ পৃষ্ঠা মুদ্রণ করতে পারবে। এই চিপটির দাম পড়বে মাত্র ৪০ ডলার।

হাই-রেজল্যুশন রঙিন মনিটর

স্যামসুং ইলেক্ট্রনিক্স পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী রেজ- এর ২১ ইঞ্চি রঙিন মনিটর বাজারে ছেড়েছে। ডট ০.২৬ মিলিমিটার মাপে আর রেজল্যুশন হচ্ছে ১৬৬৪ বাই ১২৮০ ডট্‌স। এর সামনের প্যানেলে আছে ৬৪ বাই ১৬ মিলিমিটার এলসিডি ডিসপ্লে। যাতে ১১ টি ফ্যাংশন দেখা যাবে।

আরবী নূতন প্রোগ্রাম

আবহ বাংলার উদ্ভাবক অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার্স সম্প্রতি যের-যবর-পেশ ইত্যাদিসহ আইবিএম কমপাটিবল কমপিউটারে ওয়ার্ডপ্রসেসিং এবং প্রিন্টিং সুবিধাসহ আরবী প্রোগ্রাম "আবহ আরবী" উদ্ভাবন করেছে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আরবী ছাপানো ছাড়াও কোরান ও হাদীস কমপিউটারে সংরক্ষণ করা সম্ভব। ※

টি আই এবং এসার চিপ উৎপাদন শুরু করেছে

টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্ট এবং এসার তাদের ডাইনামিক র‍্যানডম এ্যাকসেস চিপে বা DRAM চিপ এর পাইলট উৎপাদন তাইওয়ানের এক কারখানায় শুরু করেছে। এই চিপগুলো এক একটি ৪ মেগাবাইট ও ৮০ ন্যানো সেকেণ্ডের হবে। বর্তমানে এক মেগাবাইটের যে ডির‍্যাম চিপগুলো প্রচলিত রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে নতুন এই চিপগুলো সম্পূর্ণ পরিবর্তনযোগ্য হবে। এর ফলে একই স্থানে চতুর্গুণ মেমোরীর ব্যবস্থা করা যাবে। আশা করা যাচ্ছে সামনের বছরের প্রথম দিকে নতুন এই ডির‍্যাম চিপগুলোর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন আরম্ভ হবে।

'এসার' মনে করে যে, তারা নিজেরা মেমোরী চিপ বানাতে শুরু করলে ভবিষ্যতে কমপিউটারের অন্যান্য যন্ত্রাংশের বাজারের মূল্য ওঠা নামা তাদেরকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারবে না। তবে এসারের না থাকলেও অন্যান্য কমপিউটার নির্মাতাদের এ সমস্যাটি রয়েই যাবে। অনুমান করা হচ্ছে এসার ও টি আই-এর এই যৌথ প্রয়াস মাসে এক মিলিয়ন চিপ তৈরীতে সক্ষম হবে। চিপ তৈরীর এই কোম্পানীটির ৫৮ শতাংশ স্টক শেয়ার 'এসার'-এর ২৬ শতাংশ টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্টের আর বাকী ১৬ শতাংশ চায়না ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের। ※

এভারেক্স নোটবুকে এএমডি'র চিপ

এভারেক্স সিস্টেমস্ ইন্‌ক Tempo 386SX2 নামে একটি নোটবুক ছেড়েছে যাতে আছে এ এমডি'র Am 386SXL-25 সিপিইউ। ৬.৩ পাউণ্ড ওজনের এই নোটবুকটিতে ১ মেগাবাইট র‍্যাম আছে যাকে ১৭ মেগাবাইটে বর্ধিত করা যায়। একটি সহজে বদলযোগ্য হার্ড ড্রাইভ, মাউস প্যাডও রয়েছে।

এভারেক্স -এর Tempo SXL

এএমডি'র পণ্য কমপিউটিং ক্ষমতা শতকরা ২৫ ভাগ বাড়ায়, এবং ৩৫% বিদ্যুৎ খরচ কমায়। এছাড়া স্ট্যাণ্ডবাই মোডে এটি বিদ্যুৎ খরচ করে না বললেই চলে। ※

স্বাগতম BEAM

বাংলাদেশের বাজারে এখন বিম কমপিউটার পাওয়া যাচ্ছে। ২০ মেগাহার্টজ গতি সম্পন্ন 80286 প্রসেসরের এই বিম কমপিউটারের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ১৩০ কী সমৃদ্ধ বিল্ট-ইন ক্যালকুলেটর রয়েছে। বিম কমপিউটারের ঢাকাস্থ বিক্রেতা হচ্ছে জেনারেল অটোমেশন। আমরা বাংলাদেশে বিম কমপিউটারকে স্বাগতম জানাচ্ছি।

বাংলাদেশে NEC প্রিন্টার

ফেব্রুয়ারী '৯২ থেকে বাজারে NEC প্রিন্টার পাওয়া যাবে। NEC প্রিন্টারের ঢাকাস্থ ডিষ্ট্রিবিউটর হচ্ছে জে. এ. এন. এসোসিয়েটস। জে. এ. এন. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান প্রথমে তারা প্রিন্টার এবং পরে কমপিউটার বাজারজাত করবেন। বাংলাদেশ NEC'র সামগ্রীকে আমরা স্বাগতম জানাই। ※

চট্টগ্রাম ইউথ কমপিউটার ক্লাব

"সবার হাতে কমপিউটার চাই"—এ শ্লোগান নিয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা চট্টগ্রাম ইউথ কমপিউটার ক্লাব নামে একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশে কমপিউটারায়ন ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে এরকম প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমরা ধারণা করছি। ※

আই ইউ বি এ টি'র কমপিউটার কোর্স উদ্বোধন

৩১শে জানুয়ারী আই ইউ বি এ টি (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এগ্রিকালচার এণ্ড টেকনোলজি)-এর কমপিউটার এডুকেশন এণ্ড ট্রেনিং সেন্টারের ১৯৯২ সালের কমপিউটার কোর্সের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান খান। উদ্বোধনী ভাষণে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, সীমিত কিছু ক্ষেত্রে কমপিউটারায়ণ করা উচিৎ। ভাষণে তাঁর ভ্রান্ত ধারণারও বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

তিনি বলেন, কমপিউটারায়ণ করলে বেকারত্ব বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টারে ছাত্র-ছাত্রীরা পয়সা খরচ করে কিছুই না শিখে অহরহ ঠকছে বলে তিনি অভিমত পোষণ করেন। তবে তিনি কমপিউটারায়ণের অভাবে প্রশাসনিক জটিলতার ও দীর্ঘ সূত্রিতার কথা স্বীকার করেন। কমপিউটার কোর্স চালু করতে গিয়ে কমপিউটার ব্যবসায়ীদেরকে উৎসাহিত না করার জন্য মন্ত্রী আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানীত অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন ব্যাংককে অবস্থিত এশিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলোজী (AIT)-এর প্রেসিডেন্ট আলিষ্টার এম. নর্থ। তিনি বলেন, ছোট-খাট সমস্যা থেকে শুরু করে যে কোন জটিল সমস্যার জন্য এখন সারা বিশ্ব কমপিউটারের উপর নির্ভরশীল। তাই

এটা শেখার ব্যাপারে অবশ্যই জোর দিতে হবে। এটার প্রয়োগ আরও বাড়াতে হবে কারণ - কমপিউটার কর্মদক্ষতা বাড়ায়। তিনি আই ইউ বি এ টি'কে পূর্ণ টেকনিক্যাল সহযোগিতা দেয়ারও আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আই ইউ বি এ টি'র প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডঃ এম. আলিমুল্লা মিয়া। তিনি আই ইউ বি এ টি'র বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং কমপিউটার শেখার এবং ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে সিইটিসি'র কোর্স সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন ডঃ এম, এস, খান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আইসিটিভিটিআর এর প্রতিনিধি এবং IUBAT এর একজন ছাত্র এবং ডঃ এ, রব বক্তব্য রাখেন।

IBM-এর নতুন পরিবেশক

আই বি এম ওয়ার্লড কর্পোরেশন সম্প্রতি কমপিউটার সলিউশনস্ লিঃ এবং এনভয় গ্রুপকে বাংলাদেশে তাদের পরিবেশক নিয়োগ করেছে। কমপিউটার সলিউশনস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মঈনখান জানিয়েছেন যে তার প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিখ্যাত IBM RISC 6000 এদেশে বিক্রি করার জন্য এককভাবে মনোনীত হওয়ায় তিনি আনন্দিত।

সৈয়দ হাবিবুল হক (ম্যানেজার, এনভয় গ্রুপ) তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন যে, যদিও এই ধরনের ব্যবস্যা আমাদের জন্য নতুন, তবুও আমরা চেষ্টা করছি এটাকে সুন্দরভাবে ক্রেতাদের দ্বারে পৌঁছাতে। এজন্য আমাদের লোক বিদেশে প্রশিক্ষণে যাচ্ছেন। দেশেও ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এর পাশাপাশি বেক্সিমকো কমপিউটার্স আই বি এম এর পিসি বিক্রি আগের মতই অব্যাহত রাখবে বলে আই বি এম এর মার্কেটিং ম্যানেজার জনাব শাহ জামান মজুমদার জানান।

তিনি বলেন, ঐ সব প্রতিষ্ঠানের যখনই কোন কারিগরী সমস্যা হবে তখনই আমরা সেটার জন্য সহযোগিতা করবো। আই বি এম এর অন্যান্য সামগ্রীগুলো তাঁরা সরাসরি বিক্রি করবে বলেও তিনি জানান। ⁜

IT & M Job Fair 1992

বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের ট্রেনিং সেন্টারে প্রদেষ্টা লিঃ আয়োজিত IT & M Job Fair 1992 অনুষ্ঠিত হলো। বিভিন্ন কমপিউটার কোম্পানী এবং বিসিসিসহ দশটি সংস্থা মেলায় অংশ গ্রহণ করে। কমপিউটার পেশায় নিয়োজিতদের একটি জরীপ করে পেশা উন্নয়নে তাদের সহায়তা প্রদান করা ছাড়াও তথ্য প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করাই এই মেলার মূখ্য উদ্দেশ্য। সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে উন্নত প্রযুক্তিরও সদ্ব্যবহার হয়না। তথ্য প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগের জন্য উন্নত ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে। এ ধরনের মেলায় একই সংগে অনেকের ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটে। দর্শনার্থীদের অভিমত এ সংক্রান্ত বিষয়ে আরো বড় ধরনের মেলা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিৎ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বহুসংখ্যক কমপিউটার পেশাজীবি এ মেলার উদ্যোক্তাদের নিকট নাম রেজিস্ট্রেশন করেন। এই জরীপ ভবিষ্যতে তথ্য প্রযুক্তি প্রসারের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

এই জরীপের ভিত্তিতে বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির উপরে কাজ করছেন বা কাজ করতে পারেন এমন জনশক্তির একটি চমৎকার ডেটাবেস তৈরী করার ইচ্ছে প্রদেষ্টার এটি ওরাকল-এ তৈরী হবে এবং পরবর্তীতে এটিকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হবে।

মেলার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো মানব সম্পদ, চাকুরী, দক্ষতা, বিভিন্ন কর্মপন্থা এবং তথ্য ব্যবস্থাপনার উপর চারটি সেমিনার। ⁜

ভিন্ন ধরণের কোর্স

বাংলাদেশ কমপিউটার একাডেমী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিতদের জন্য ভিন্ন আঙ্গিকে কমপিউটার বিষয়ক কোর্স চালু করেছে। পেশাজীবিদের অফিসের দৈনন্দিক ব্যবহারিক কাজ-কর্ম কমপিউটারে সম্পাদন করার জন্য এই কোর্সগুলো বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছে। কোর্সগুলোর মধ্যে রয়েছে- পাবলিশার ও জারনালিস্ট; একাউনট্যান্ট ও ব্যাংকার; এডমিনিস্ট্রেশন, ম্যানেজম্যান্ট ও সারভেয়ার; সেক্রেটারিয়াল। ⁜

কাজী পান্থ নূরকে উপহার

সম্প্রতি কাজী পান্থ নূরকে তার লেখা প্রোগ্রামের জন্য অ্যাবাকাশ এণ্ড অটোমেশন ১০০০/= (এক হাজার) টাকার বই উপহার দিয়েছে।

কমপিউটার জগৎ এ প্রকাশিত সফটওয়্যারের কারুকাজে নূরের প্রোগ্রামের জন্য এই পুরস্কার দেয়া

কাজী পান্থ নূরকে অ্যাবাকাশ এণ্ড অটোমেশন -এর পক্ষ থেকে উপহার দিচ্ছেন জনাব মঞ্জুরুল ইসলাম।

হয়। ঢাকায় উপহার নেয়ার সময় পান্থ নূর আমাদের জানায়, সে এতে খুবই উৎসাহিত বোধ করছে। তার বাবা সব সময় তাকে কমপিউটারে কাজ করার ব্যাপারে উৎসাহ দেন। এ ছাড়া তাদের স্কুলেও কমপিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

উপহার প্রদান করার সময় অ্যাবাকাশ এণ্ড অটোমেশন এর পরিচালক জনাব মঞ্জুরুল ইসলাম বলেন যে, আমরা সব সময় ছোটদেরকে এ ধরণের উৎসাহ দেয়ার পক্ষপাতী। **কমপিউটার জগৎ** -এর প্রধান নির্বাহী ভূঁইয়া ইনাম লেনিন আশা প্রকাশ করেন যে, অ্যাবাকাশ এণ্ড অটোমেশন এর মতো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও ছেলেমেয়েদের উৎসাহি করার জন্য এগিয়ে আসবে।

এ প্রসঙ্গে জনাব লেনিন, অ্যাবাকাশ এণ্ড অটোমেশনের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান। ⁜

উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যেতে চান ?

TOEFL,কম্পিউটার,ইলেকট্রনিক্স এর উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভর্তিসহ I-20 ও ভিসার ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হয়।

আই, টি, এ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

১৮০/১ সিদ্দিক বাজার (২য় তলা) নর্থ সাউথ রোড ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ২৮২৪৪০

(গুলিস্তান বি, আর, টি, সি, বাসষ্ট্যান্ডের দক্ষিণে, ক্যাফে কুইন হোটেলের উপরে)

ডিজিযোগে কমপিউটারের বুড়িগঙ্গা পাড়ি

জিনজিরায় গ্রামীণ ছাত্র-ছাত্রীদের কমপিউটার পরিচিতি অনুষ্ঠানে বিপুল উৎসাহ

গ্রামীণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কমপিউটার পরিচিতি কর্মসূচী এত বর্ণাঢ্যভাবে শুরু হবে, কেউ আশা করেনি। ৩০শে জানুয়ারী **কমপিউটার জগৎ**-এর এ

কমপিউটার পরিচিতি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন আনিসুর রহমান খান

কর্মসূচী শুরু হয়, খোলা ডিঙ্গি যোগে কমপিউটার পাড়ি দেয় বুড়িগঙ্গা। জিনজিরার পিএম পাইলট হাইস্কুলের তিন তলায় হলকক্ষে ছাত্রদের ভীড় ও উৎসুক্য দেখে শেষ পর্যন্ত মাইকের ব্যবস্থা করতে হয়। মাধ্যমিক স্কুলের সব

নৌকা যোগে বুড়িগঙ্গা পাড়ি। সামনে তিন জনক্ষুদে শিক্ষককে দেখা যাচ্ছে। বা দিকে সাংবাদিক নাজীম উদ্দিন মোস্তান

ছাত্রীদের হাতে কলমে শিক্ষা দিচ্ছেন তারেক চৌধুরী

ক্লাশের ছেলেরা অবাক উৎসাহে সব বক্তব্য শোনে। খুবই বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ প্রশ্নের মাধ্যমে কমপিউটারের উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হয় তারা। পিএম পাইলট বালিকা হাইস্কুলে দুপুর পর্যন্ত বালিকারা অপেক্ষা করেছিল, কমপিউটার পরিচিতির ক্লাশের জন্য। শিক্ষক ধর্মঘট সত্ত্বেও উভয় স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ স্কুলে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের এই আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত হতে সাহায্য করেন। এসেছিলেন স্থানীয় প্রবীণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটির সভাপতি এম আনিসুর রহমান খান, স্থানীয় রাজনীতিক অধ্যাপক মহিউদ্দিন, মোহাম্মদ নাজিমউদ্দিন, **কমপিউটার জগৎ**-এর সম্পাদনা উপদেষ্টা মোঃ আবদুল কাদের ও প্রধান নির্বাহী ভূঁইয়া ইনাম লেনিন। **কমপিউটার জগৎ**-এর সহকারী সম্পাদক মইনউদ্দিন ও তারেক চৌধুরী পরিচিতি পর্ব পরিচালনা করেন।

ক্ষুদে কমপিউটারবিদ মাস্টার আবদুল ওয়াহেদ, উদয়ন বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র মাস্টার উপল, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী মমি গ্রামীণ ছাত্র-ছাত্রীদের কমপিউটার বুঝিয়ে দেন। কমপিউটার সোসাইটির সভাপতি বলেছেন, নতুন প্রজন্ম ভাগ্যবান। কারণ, আজ তাদের দ্বারপ্রান্তে কমপিউটার এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু তাঁরা যখন ষাটের দশকে কমপিউটারবিদ হিসাবে জীবন শুরু করেন, তখন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে কোন কমপিউটার ছিল না। রাজনীতিক অধ্যাপক মহিউদ্দিন বলেছেন, কমপিউটার প্রয়োগ অর্থনীতিতে বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে। ডাটা এন্ট্রি শিল্পের ব্যাপারে গভীর ভাবে চিন্তাভাবনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তিনি তাঁর দলের সরকারের প্রতি আহবান জানান।

যুবদল নেতা বদিউজ্জামান বাবুল, বালক উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুস সোবহান, প্রবীণ শিক্ষক মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী সুফিয়া খাতুনসহ স্থানীয় সুধিমহল গ্রামীণ ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে কমপিউটার তুলে ধরার **কমপিউটার জগৎ**-এর উদ্যমকে স্বাগত জানান। তাঁরা বলেছেন, এ উদ্যম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। **কমপিউটার জগৎ**-এর গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের কমপিউটার পরিচিতি অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রসারিত করা হবে।

কমপিউটার জগৎ এই অনুষ্ঠান সফল করার জন্য সাইটেক কোম্পানী এবং যুবদল নেতা বদিউজ্জামান বাবুল এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। ✣

কমপিউটার বিষয়ক বই এর গ্রন্থাগার উদ্বোধন

ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিনে ঢাকার মীরপুরের আইটিএমএস প্রাঙ্গনে কমপিউটার বিষয়ক বইয়ের গ্রন্থাগারের শুভ উদ্বোধন করেন ডেটোসার্চের পরিচালক প্রকৌশলী হাকিকুর রহমান। গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের সাথে সাথে সদস্যরা প্রায় বিনামূল্যে কমপিউটার শিখতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে **কমপিউটার জগৎ** এর প্রধান নির্বাহী ভূঁইয়া ইনাম লেনিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জনাব লেনিন কর্তৃপক্ষকে এ ধরণের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য ধন্যবাদ দেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, এই গ্রন্থাগারের আদলে সারা বাংলাদেশে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তিনি নামমাত্র মূল্যে কমপিউটার ব্যবহারের সুযোগ দানের জন্য কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করলে তা গৃহিত হয়।

জনাব লেনিন তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে কিছু বই এই গ্রন্থাগারে দানের কথা ঘোষণা করেন। গ্রন্থাগারের সদস্য হতে উচ্ছুকগণ উপরের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ উৎসাহী প্রচুর দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। ✣

পুরানো সংখ্যা পেতে চান ?

কমপিউটার জগৎ -এর নতুন ও পুরানো সংখ্যা পেতে হলে -

১। সৃজনী, কমলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশন ২। নলেজ হোম, নিউমার্কেট।

৩। অম্লান বুক ষ্টল, সায়েন্স ল্যাবরেটরী মোর ৪। মোঃ আকতারের সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র, মীরপুর ৫। কারেন্ট বুক সেন্টার, চট্টগ্রাম ৬। চট্টগ্রাম রেলষ্টেশনের পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র ৭। কমপিউটালাইন, ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।